দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭

শামসুন্নাহার হলে হামলাসহ সাত ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট কি আদৌ আলোর মুখ দেখবে?

মোশতাক আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর বর্বর পুলিশী হামলা ও সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনসহ সাতটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি আলোর মুখ দেখবে? নাকি পূর্বেকার তদন্ত কমিটিগুলোর মতো এগুলোও অন্ধকারে থেকে যাবে? বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেয়ার ১১ মাস পরও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আবার কোন কোন ঘটনার রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দেয়ার কথা থাকলেও দীর্ঘ এক বছরেও রিপোর্ট জমা দেয়া হচ্ছে না। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, কেবল ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্যই এসব কমিটি গঠন করা।

এগারো মাস আগে অর্থাৎ ২০০২ সালের ২৩ জুলাই গভীর রাতে হল প্রভোস্টের অপসারণকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশ বর্বর নির্যাতন চালায়। ১৮ ছাত্রীকে গ্রেফতার করে তাদের ওপরও অমানবিক নির্যাতন করা হয়। এর প্রতিবাদে দেশ-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠলে জোট সরকার বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামকে প্রধান করে ২৬ জুলাই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনকে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হলেও রিপোর্ট জমা দেয়া হয় প্রায় দেড় মাস পর ৩ সেপ্টেম্বরে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ বিভাগেও পৃথক দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি ঘটনার দীর্ঘ আড়াই মাস পর অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু এডিশনাল আইজি মাসুদুল হককে প্রধান করে গঠিত পুলিশ বিভাগের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট কি হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। জানা গেছে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্টে ১১টি তথ্য উদ্‌ঘাটন ও ১০টি সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দেয়া হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় সেদিন রাতে ২৩৫ নম্বর কক্ষে ছাত্রদল নেত্রীদের কাছে অস্ত্র ছিল। এ ঘটনায় ছাত্রদল নেত্রীদের প্রটেকশন দেয়ার জন্যই পুলিশ পাঠানো হয়। রিপোর্টে সাবেক উপাচার্য, প্রক্টর, হল প্রভোস্টের দায়িত্বহীনতার কথা উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে জোট সরকারের দুই প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও পরোক্ষভাবে আলোচনা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ন্যায় সাবেক উপাচার্য, প্রক্টর ও হল প্রভোস্টের দায়িত্বহীনতাসহ বিভিন্নজনকে দায়ী করা হয়। কিন্তু রিপোর্ট জমা দেয়ার দীর্ঘ এগারো মাস পরও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় এক প্রশাসক বলেছেন, ধীরে ধীরে এগুলোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা হলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ব্যবস্থা হিসাবে সংশ্লিষ্ট হলের কয়েক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, দোষী রাঘববোয়ালদের বাঁচিয়ে এদের শাস্তি দেয়ার মানে কি? এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে ধামাচাপা দেয়ার জন্য এসব তদন্ত কমিটি গঠন করা। শুধু শামসুন্নাহার হলের ঘটনাই নয়, সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির অবস্থা আরও শোচনীয়। এগুলো রিপোর্টই জমা দিতে পারেনি। ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা।

২০০২ সালের ২৩ জুন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক ছাত্রী একই বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে নালিশ করেন। পরে এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। কিন্তু ঘটনার এক বছর পর এখনও রিপোর্ট জমা দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জনকণ্ঠকে জানান, রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কেবল তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যদের স্বাক্ষর বাকি রয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

> *রিপোর্ট জমা দেয়ার ১১ মাস পরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না*

এদিকে তদন্তের নামে অভিযুক্ত শিক্ষককে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটির জায়গায় এখনও বাধ্যতামূলক ছুটিতে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলছেন। অভিযোগকারী ছাত্রীও বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছেন। কমিটি সূত্রে জানা গেছে, অশালীন আচরণের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ অভিযোগকারিণী এবং অভিযুক্ত শিক্ষক দু'জনেই তাঁদের বক্তব্যে অনড় ছিলেন।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর আইন বিভাগের শিক্ষক শফিকুর রহমানকে ক্লাসরুমে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কটূক্তি করার অভিযোগে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়। পরে এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এই ঘটনার পর আরও নানা ঘটনা ঘটলে উক্ত কমিটি বাদ দিয়ে গত এপ্রিল মাসে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু সেটি আজও রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি।

এ ঘটনারও কিছুদিন আগে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মেজবাহ কামালের বিরুদ্ধে ছাত্রীর সঙ্গে তথাকথিত অশালীন আচরণের অভিযোগে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। তথ্যানুসন্ধান কমিটি ঘটনার কোন প্রমাণ পায়নি। এরপর গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। কিন্তু এই কমিটির রিপোর্টও আলোর মুখ দেখতে পারেনি।

এসব ঘটনা ছাড়াও তিনটি ছোটখাটো ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও সেগুলোর রিপোর্টও জমা পড়েনি। এসব কারণে প্রশ্ন উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি আদৌ আলোর মুখ দেখবে? নাকি কেবল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্যই এসব তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়?